সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩৫৫

WEEKLY BOOKLET:355

দুনিয়ার ভালোবাসা

দুনিয়ার অর্থ ০৭

দুনিয়া বিমুখতা এবং দারিদ্রতার মধ্যে পার্থক্য ১৪

গুনাহের স্তরসমূহ ১৬

গুনাহের পূর্ণ স্তর ১৯

উপস্থাপনায়:

আল-মদীনাতুল ইলমিয়া

Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

দুনিয়ার ভালোবাসা

আত্তারের দোয়া: হে মুস্তফার প্রতিপালক! যে এই **"দুনিয়ার ভালোবাসা"** পুস্তিকাটি পড়ে বা শোনে নিবে, তাকে তুমি ব্যতীত অন্য কারো মুখাপেক্ষী করো না এবং তার হৃদয় থেকে দুনিয়ার ভালোবাসা দূর করে, সত্যিকারের আশিকে রাসূল বানাও এবং তাকে বিনা হিসেবে ক্ষমা করে দাও।

اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

রুজিতে বরকতের অনন্য ওযিফা

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, মক্কী মাদানী, মুহাম্মদে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে এক ব্যক্তি উপস্থিত হলো, সে দারিদ্র্যতা ও রিযিকের অভাবের ব্যাপারে আরয করলো, রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে (রিযিকের বরকতের ওযিফা বর্ণনা করতে গিয়ে) ইরশাদ করেন: যখন তুমি ঘরে প্রবেশ করো তখন সালাম করো, ঘরে কেউ থাকুক বা না থাকুক, অতঃপর আমার দরবারে সালাম প্রদান করো এবং (তারপর) একবার সূরা ইখলাস পাঠ করে নাও। সেই লোকটি এর উপর আমল করলো তখন আল্লাহ পাক (এর বরকতে) ঐ ব্যক্তির প্রতি রিযিকের দরজা খুলে দিলেন, এমনকি সে তার রিযিক দ্বারা তার প্রতিবেশী ও আত্মীয়দেরও উপকারে আসলো। **(আল কাওলুল বদী' ২৭৩ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

হাজতে সব রাওয়া হোয়ে উস কি হে আজব কিমিয়া দুরুদ শরীফ

(দিওয়ানে কাফী, ২৭ পৃষ্ঠা)

শব্দ এবং অর্থ: হাজতে - প্রয়োজনীয়তা। রাওয়া হো - পূরণ হওয়া। আজব - আশ্চার্য। কিমিয়া - উদ্দেশ্য পূরণের মাধ্যম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমিই হলাম দুনিয়া (ঘটনা)

মহান তাবেয়ী বুযুর্গ, হযরত হুমাইদ বিন হেলাল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত আলা বিন যিয়াদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একবার আমি স্বপ্নে মানুষদের কারো পেছনে যেতে দেখে আমিও তার পেছনে যেতে লাগলাম, যখন দেখলাম তখন সে ভাঙ্গা দাঁত বিশিষ্ট একজন অন্ধ বৃদ্ধা ছিল, যে সকল প্রকার অলঙ্কারে সজ্জিত এবং খুবই সাজ-সজ্জা করেছিলো, আমি জিজ্ঞেস করলাম: তুমি কে? সে বলল: আমি হলাম দুনিয়া। আমি বললাম: আমি আল্লাহ পাকের দরবারে প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন আমার অন্তরে তোমার জন্য ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দেন। সে বলল: জি হ্যাঁ! যদি আপনি ধন ও সম্পদের প্রতি ঘৃণা করেন তবে আমার প্রতিও স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘৃণা সৃষ্টি হয়ে যাবে। **(আয যুহ্দ লি ইমামি আহমদ, ২৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৪২৯)**

দুনিয়া কো তু কিয়া জানে ইয়ে বিস কি গাঁঠ হে হুরাফা
সুরত দেখো জালিম কি তো কেইসি ভুলী ভালী হে
শেহেদ দেখায়ে যেহের পিলায়ে, কাতিল, ডাইন, শোহর কাশ
ইস মুরদার পে কিয়া লালচায়া, দুনিয়া দেখি ভালী হে

(হাদায়িকে বখশীশ, ১৮৬ পৃষ্ঠা)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: আমার আক্বা, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দুনিয়ার প্রতারণার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন: হে আল্লাহর বান্দা! তুমি দুনিয়া

www.dawateislami.net

সম্পর্কে কি জানো? আকার ও আকৃতিতে সহজ সরল মনে হওয়া এই দুনিয়া একটি "বিষের পুটলি", সে প্রতারক নারীর মতো, সে এমন নিষ্ঠুর যে, বিষকে মধু বানিয়ে দেখায় এবং যে একে ভালোবাসে সে এই প্রেমিককেই হত্যা করে দেয়, এই দুনিয়া খুবই খারাপ এবং মৃত, তার সাথে মন লাগানোতে কেন লাভ নেই, এটা পরীক্ষিত ব্যাপার।

আলামে ইনকিলাব হে দুনিয়া
ফখর কিউঁ দিল লাগায়ে ইস সে

চান্দ লামহোঁ কা খোয়াব হে দুনিয়া
নেহী আচ্ছি খারাব হে দুনিয়া

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দুনিয়ার অর্থ

ইমাম জাওহারী বলেন: দুনিয়ার আভিধানিক অর্থ হল "নিকটবর্তী" এবং দুনিয়াকে এই কারণেই দুনিয়া বলা হয় যে, এটি আখেরাতের তুলনায় মানুষের বেশি নিকটবর্তী বা এই কারণে যে, এটি তার আকাঙ্ক্ষা ও স্বাদের কারণে অন্তরের অধিক কাছাকাছি।

(ইসলাহে আমাল, ১/১২৮) (আল হাদীকাতুন নাদিয়া, ১/৬৫)

দুনিয়ার ভালোবাসার কুফল

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তাই সবচেয়ে বড় গুনাহ, যার জন্য মানুষ আল্লাহ পাকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে না, তা হলো “দুনিয়ার ভালোবাসা”। **(ফেরদৌসুল আখবার, ১/৪০২, হাদীস: ২৯৯০)** অপর আরেকটি হাদীসে পাকে রয়েছে: حُبُّ الدُّنْيَا رَاْسُ كُلِّ خَطِيْئَة অর্থাৎ দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা সকল গুনাহের মূল। **(মাওসুআ’ লিইবনে আবিদ দুনিয়া, ৫/২২, হাদীস: ৯)**

হযরত আল্লামা আব্দুল রউফ মুনাবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ফয়যুল ক্বাদীরে বলেন: যেমনটি অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ দ্বারা প্রমাণিত যে, দুনিয়ার

www.dawateislami.net

ভালোবাসা প্রতিটি প্রকাশ্য ও গোপন গুনাহকে আমন্ত্রণ জানায়, বিশেষ করে সেই গুনাহ যা শুধুমাত্র তার উপরই নির্ভরশীল, তাই দুনিয়ার প্রেমিক গুনাহ ও এর কদর্যতা সম্পর্কে জেনেও ভালোবাসায় মত্ত হয়ে যায়। দুনিয়ার ভালোবাসা সন্দেহের দিকে নিয়ে যায়, তারপর মাকরুহ (অর্থাৎ অপছন্দনীয় বিষয়ের) দিকে অতঃপর হারামের দিকে নিয়ে যায় এবং (مَعَاذَ الله) কখনও কখনও দুনিয়ার ভালোবাসা কুফরের দিকে নিয়ে যায়, বরং সমস্ত উম্মত, যারা তাদের নবী عَلَيْهِ السَّلَام কে অস্বীকার করেছে, তাদের কুফরের কারণ ছিল দুনিয়ার ভালোবাসা। প্রতিটি গুনাহের মূল হলো দুনিয়ার ভালোবাসা, তাই বলা হয় দুনিয়া হলো শয়তানের মদ, যে তা থেকে পান করবে, তার নেশা মৃত্যুর সময়েই অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে নামবে, দুনিয়ার ভালোবাসা হলো ধ্বংসাত্মক, গুটি কয়েক লোক ছাড়া অধিকাংশ মানুষের অন্তর থেকে এর ভালোবাসা বের হবে না। **(ফয়যুল ক্বাদীর, ৩/৪৮৭, ৩৬৬২নং হাদীসের পাদটীকা)** ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যেমন দুনিয়ার ভালোবাসা সমস্ত গুনাহের মূল, তেমনই দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা সমস্ত নেকীর মূল। **(আত তাইসির বিশরহি জামেয়িস সগীর, ১/৪৯২)**

হামারে দিল সে নিকাল জায়ে উলফতে দুনিয়া
দে দিল মি ইশকে মুহাম্মদ মেরে রচা ইয়া রব।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৮২ পৃষ্ঠা)

দুনিয়ার ভালোবাসার প্রকৃতি

কতিপয় দুনিয়া কুফর, কতিপয় সীমালংঘন, কতিপয় উদাসীনতা এবং কতিপয় দুনিয়া হলো আসল ঈমান, আবু জাহেলের দুনিয়া ছিল কুফর আর হযরত উসমান গনি যুন-নূরাঈন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর দুনিয়া হল আসল ঈমান, এভাবেই কারুন ও ফেরাউনের দুনিয়া ছিল কুফর, হযরত

www.dawateislami.net

সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এর দুনিয়া ছিল আসল ঈমান, অনুরূপভাবে দুনিয়ার ভালোবাসা যদি প্রবৃত্তি বা শয়তানী হয় তবে মন্দ আর রহমানী বা ঈমানী হলে তবে তা উত্তম। **(তাফসীরে নাঈমী, ৪/২৮৭)**

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নাঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: দুনিয়াবী জীবন হলো তা যা নফসের কামনা-বাসনার জন্য ব্যয় হয় এবং যে জীবন আখেরাতের প্রস্তুতির জন্য ব্যয় হয় তা দুনিয়াবী জীবন নয়, যদিও দুনিয়ার জীবনেই থাকে। দুনিয়াবী জীবন অন্যরকম। দুনিয়ায় জীবন কাটানো অন্যরকম। দুনিয়াবী জীবন নশ্বর, কিন্তু দুনিয়ায় যে জীবন আখেরাতের জন্য, তা নশ্বর নয়। **(আচ্ছে বুরে আমল, ৭২ পৃষ্ঠা) (তাফসীরে নূরুল ইরফান, ৯৩২ পৃষ্ঠা)**

দুনিয়া প্রত্যাশীদের প্রকারভেদ

(১) ঐ সকল লোক, যারা দুনিয়ার সম্পদ এই নিয়্যতে অর্জন করে যে, আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করবে এবং গরীবদের সাহায্য করবে, তাদেরকে সম্পদশালীদের মাঝে গন্য করা হয়, যদি তাদের এই কাজ তাদের নিয়্যত অনুযায়ী হয় তবে প্রতিদান পাবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে প্রজ্ঞা নামের কোন জিনিস নেই, কারণ জ্ঞানী সেই ব্যক্তি, যে এমন কিছু কামনা করে না, যার ব্যাপারে সে জানে না যে, তা অর্জন করার পর তার অবস্থা কী হবে। অতএব এই নিয়্যতে সম্পদ অর্জনকারীরা "সালাবা" এর গল্প থেকে শিক্ষা অর্জন করুন।

(আচ্ছে বুরে আমল, ৬৫ পৃষ্ঠা) (রিসালাতুল মুযাকারা, ৪১ পৃষ্ঠা)

সালাবার গল্প

আল্লাহ পাকের প্রিয় করুণাময় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে সালাবা নামে এক ব্যক্তি আবেদন করলো যে, তার জন্য যেন ধনী হওয়ার

www.dawateislami.net

দোয়া করেন। আল্লাহ পাকের দানক্রমে অদৃশ্যের সংবাদ প্রদানকারী সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হে সালবা! যেই সামান্য সম্পদের প্রতি তুমি কৃতজ্ঞতা আদায় করো তা এর চেয়ে উত্তম, যার কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারবে না। আবারো সালাবা উপস্থিত হয়ে একই আবেদন করল এবং বলল: ঐ সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসেবে পাঠিয়েছেন, তিনি যদি আমাকে সম্পদ দেন, তবে আমি প্রত্যেক হকদারের হক আদায় করব। রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দোয়া করলেন, অতএব আল্লাহ পাক তার ছাগলের মধ্যে বরকত দিলেন এবং এতটাই বেড়ে গেল যে, মদীনায় তাদের জায়গা হল না, তখন সালাবা তাদের নিয়ে জঙ্গলে চলে গেল এবং জুমা ও জামাআতে হাজিরী থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল। রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন যে, তার সম্পদ অনেক বেড়ে গেছে আর এখন জঙ্গলেও তার সম্পদের জায়গা হচ্ছে না। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সালাবার প্রতি আফসোস! অতঃপর রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যাকাত গ্রহণকারীদের পাঠালেন, তখন লোকেরা তাদের নিজেদের সদকা দিল, যখন সালাবার নিকট গিয়ে তাঁরা সদকা চাইলো তখন সে বলল: এটা তো ট্যাক্স হয়ে গেল, যাও আমি প্রথমে ভেবে নিই। যখন এই লোকেরা প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে ফিরে এল, তখন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁদের কিছু আরয করার পূর্বে পুনরায় ইরশাদ করলেন: সালাবার প্রতি আফসোস! অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হয়:

www.dawateislami.net

وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰىنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۷۵﴾ فَلَمَّاۤ اٰتٰىهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿۷۶﴾

(পারা ১০, সূরা তাওবা, আয়াত ৭৫,৭৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন লোক রয়েছে, যারা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিলো, 'যদি তিনি আমাদেরকে আপন কৃপা থেকে দান করেন, তবে আমরা নিশ্চয় সদকা দেবো এবং অবশ্যই ভাল মানুষ হয়ে যাবো'। অতঃপর যখন আল্লাহ তাদেরকে আপন কৃপা থেকে দান করলেন, তখন তারা এ বিষয়ে কার্পণ্য করতে লাগলো এবং মুখ ফিরিয়ে উল্টে গেলো।

অতঃপর সালাবা সদকা নিয়ে উপস্থিত হল তখন নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আল্লাহ পাক আমাকে তা গ্রহণ করতে নিষেধ করে দিয়েছেন। সে নিজের মাথায় ধুলি ঢেলে ফিরে গেল। অতঃপর এই সদকা সিদ্দিকী খেলাফতকালে মুসলমানদের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর কাছে নিয়ে আসল, তিনিও তা গ্রহণ করেননি। অতঃপর ফারুকী খেলাফতকালে মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুক আযম رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর কাছে নিয়ে আসেন, তিনিও তা গ্রহণ করেননি এবং উসমানী খেলাফতকালে এই ব্যক্তি মারা গেল।

(তাফসীরে নাসফী, পারা ১০, সূরা তাওবা, ৭৫নং আয়াতের পাদটিকা)

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত কীরূপ সুন্দর আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন:

না মুঝ কো আযমা দুনিয়া কা মাল ও যর আতা কর কে
আতা কর আপনা গম অউর চশমে গিরইয়াঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৪০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(২) দুনিয়া প্রত্যাশীদের দ্বিতীয় প্রকার

এটাও দুই প্রকার: (১) দুনিয়া প্রত্যাশীদের এই প্রকারে ঐ সকল লোকেরা অন্তর্ভুক্ত, যাদের দুনিয়া দ্বারা উদ্দেশ্য কামনা-বাসনা পূর্ণ করা এবং দুনিয়ার আনন্দ উপভোগ করা, তাদেরকে পশুর মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। (২) ঐ সকল লোক, যারা অন্যদের প্রতি গর্ব করা এবং ধনী হিসাবে বিশিষ্ট দেখানোর জন্য সম্পদ অর্জন করে, তাদেরকে বোকা, প্রতারক বরং মুরতাদ ও অভিশপ্তদের মধ্যে গণ্য করা হয়।

(আচ্ছে বুরে আমল, ৬৭ পৃষ্ঠা) (রিসালাতুল মুযাকারা, ৪১ পৃষ্ঠা)

দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা পোষণকারীদের পরিণাম

হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: কেয়ামতের দিন দুনিয়াকে কুৎসিত চোখওয়ালা বৃদ্ধার আকৃতিতে আনা হবে, তার দাঁত বের হয়ে থাকবে এবং সে খুবই কুৎসিত হবে, সে মানুষের প্রতি মনযোগী হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে: একে কি চিনো? তারা বলবে: আমরা তাকে চিনার ব্যাপারে আল্লাহ পাকের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তখন বলা হবে: এটি হলো দুনিয়া, যা নিয়ে তোমরা অহংকার করতে, এর কারণে তোমরা নিজেদের সম্পর্ক ছিন্ন করতে, এর কারণে একে অপরের প্রতি হিংসা করতে, শত্রুতা করতে ও গর্ব করতে। অতঃপর এই দুনিয়াকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তখন সে চিৎকার করবে: হে আমার প্রতিপালক! আমার অনুসারীরা এবং আমার দল কোথায়? আল্লাহ পাক ইরশাদ করবেন: তাদেরকেও এর সাথে করে দাও। **(মাওসুআ' লিইবনে আবিদ দুনিয়া, ৫/৭২, নাম্বার ১২৩)**

www.dawateislami.net

দুনিয়ার তিনটি অংশ

(১) যাতে সাওয়াব রয়েছে: এটি সেই অংশ যার মাধ্যমে বান্দা কল্যাণ পর্যন্ত পৌঁছায় এবং মন্দ থেকে রক্ষা পায়। এটা হল মুমিনের বাহন, আখেরাতের ক্ষেত এবং পর্যাপ্ত হালাল রুজি।

(২) যার হিসাব রয়েছে: এটি সেই অংশ যার কারণে তো কোন আদেশ পালনে উদাসীন হয়নি এবং এর প্রত্যাশায় নাজায়িয কাজ সম্পাদন করেনি আর এর প্রাপ্য সেই ধনী ব্যাক্তিরা যাদের হিসাব দীর্ঘ হবে, দরিদ্ররা তাদের চেয়ে পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(৩) যাতে আযাব রয়েছে: এটি সেই অংশ, যেখানে বান্দা সমস্ত জরুরী কাজ আদায় করা থেকে দূরে সরে গিয়ে গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায়, যারা এই অংশের অধিকারী হবে, তাদেরকে আগুনের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে আর ধ্বংসের ঘরে নিক্ষেপ করা হবে।

(আচ্ছে বুরে আমল, ৬৪ পৃষ্ঠা) (রিসালাতুল মুযাকারা, ৪১ পৃষ্ঠা)

দুনিয়ার বিলাসিতা কিছুই নয়

সাহাবীয়ে রাসূল, হযরত আবু যর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট এলাম, আর তখন তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কাবাতুল্লাহ শরীফের ছায়ায় উপবিষ্ঠ ছিলেন, যখন তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমায় দেখলেন তখন ইরশাদ করলেন: "কাবার প্রতিপালকের শপথ! তারাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত।"হযরত আবু যর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: "আমি পাশে এসে বসে গেলাম, আর প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বারবার এই কথাটি ইরশাদ করছিলেন, এমনকি আমি দাঁড়িয়ে আরজ করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ! আমার মা বাবা

www.dawateislami.net

আপনার প্রতি কুরবান! তারা কারা? তখন নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তাদের ধন সম্পদের আধিক্য হবে কিন্তু তারা যারা ডানে, বামে, সামনে এবং পেছনে খরচ করবে আর তারা খুবই অল্প হবে আর যারাই উট বা গরু কিংবা ছাগলের মালিক হবে এবং এর যাকাত আদায় করবে না তবে সে (পশু) কেয়ামতের দিন পূর্বের চেয়েও বেশি বড় ও মোটা হয়ে আসবে এবং নিজের মালিককে শিং দ্বারা মারবে আর খুর দ্বারা পদদলিত করবে, যতক্ষণ না সমস্ত লোকের হিসাব নিকাশ শেষ হবে না।” **(মুসলিম, ৩৮৫ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৩০০)**

তুঝ কো গাফিল ফিকরে উকবা কুছ নেহী
খা না ধোকা, আইশে দুনিয়া কুছ নেহী
জিন্দেগী হে চান্দ রোজা কুছ নেহী
কুছ নেহী ইস কা ভরোসা কুছ নেহী
একদিন মরনা হে, আখির মউত হে
করলে জু করনা হে, আখির মউত হে
আইশ কর, গাফির না তু আরাম কর
মাল হাসিল কর, না পয়দা নাম কর
ইয়াদে হক দুনিয়া মে সুবহো ও শাম কর
জিস লিয়ে আয়া হে তু ওহ কাম কর
একদিন মরনা হে, আখির মউত হে
করলে জু করনা হে, আখির মউত হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শয়তানের কুমন্ত্রণা ও এর উত্তর

অনেকে প্রতারিত হয়ে যায় এবং এটা মনে করে যে, আমাদের শরীর যতই দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকুক, কিন্তু আমাদের অন্তর দুনিয়া থেকে

www.dawateislami.net

মুক্ত ও খালি থাকে, এটা শয়তানের কুমন্ত্রণা, এটা কিভাবে হতে পারে যে, কোন ব্যক্তি নদীতে চলাফেরা করলো আর পা ভিজলো না। দুনিয়ার উদাহরণ সমুদ্রের লবণাক্ত পানির মতো যে, যত বেশি পান করবে ততই তৃষ্ণা বাড়তে থাকবে, দুনিয়ার মালামালকে নিজের প্রশান্তির মাধ্যম মনে করা বোকামী, যেখানে সর্বদা থাকবে না সেখানে প্রশান্তি কেমন.....?

(খুতবাতে ইমাম গাযালী, ১২৪ পৃষ্ঠা) (আল আরবাঈন ফী উসুলিদ দ্বীন, ১৫৫ পৃষ্ঠা)

দুনিয়ার ভালোবাসার চিকিৎসা

দুনিয়ার প্রতি আগ্রহ দুই প্রকার: একটি হলো যা দুনিয়াদারকে আখেরাতের আযাবের হকদার বানায়, তাকে হারাম বলে। দ্বিতীয়টি হলো যা উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয় এবং তাকে দীর্ঘ হিসাবে ফাঁসিয়ে দেয়, একে হালাল বলে আর বুদ্ধিমান লোকেরা জানে যে, কেয়ামতের ময়দানে হিসাব নিকাশের জন্য দীর্ঘ সময় তার দাঁড়ানোও একটি আযাব, তাই যাকে হিসেবে নিক্ষেপ করা হয়েছে, তাকে আযাব দেয়া হয়েছে। কারণ রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এই (দুনিয়ার) হালালের হিসাব হবে এবং হারামের আযাব হবে। এবং এটাও ইরশাদ করেছেন যে, এর হালালের জন্য আযাব রয়েছে কিন্তু এই আযাব হারামের আযাবের চেয়ে হালকা হবে আর হিসাব না হলেও তবে জান্নাতে অর্জিত হওয়া উচ্চ মর্যাদা ছুটে যাওয়া এবং নিকৃষ্ট দুনিয়া যা অবসান হতে চলেছে, এর জন্য আফসোস করাও তো আযাব, তবে এই বিষয়টি দুনিয়াতেই দেখে নাও যে, যখন তুমি নিজের সমসাময়িক মানুষদেরকে দুনিয়াবী সৌভাগ্যে সামনে অগ্রসর হতে দেখো তখন তোমার অন্তরে কিরূপ আফসোস সৃষ্টি হয়, অথচ তুমি জানো জানো যে, এটি সাময়িক ও নশ্বর সৌভাগ্য এবং নোংরা, এতে কোন পরিছন্নতা নেই। তাহলে সেই

www.dawateislami.net

সৌভাগ্য যার মহত্ব বর্ণনার বাইরে, তা চলে যাওয়ায় কিরূপ আফসোস হওয়া উচিৎ? সময় অতিবাহিত হয়ে গেল কিন্তু তা অবিনশ্বর। মোটকথা কিয়ামতের দিনের প্রশ্নের উত্তর দেয়াতে লাঞ্ছনা, ভয়, বিপদ, কষ্ট ও প্রত্যাশা থাকে এবং এসব কিছু আখেরাতের ক্ষতির কারণ, তো দুনিয়া সামান্য হোক বা বেশি, হারাম হোক বা হালাল, যতক্ষণ তাকওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্যকারী না হয় ততক্ষণ তা অভিশপ্ত এবং এই কারণেই আল্লাহ পাক আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان, আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এবং এরপর অন্যান্য নৈকট্যশীলদেরকে পর্যায়ক্রমে পরীক্ষায় অবতীর্ণ করেন, এসবকিছু তাদের প্রতি মমতা এবং অনুগ্রহের ভিত্তিতে হয়ে থাকে, যাতে তাদেরকে আখেরাতে অধিক অংশ অর্জিত হয়। **(ইহয়াউল উলুম, ৩/২৭২)**

আ'লামে ইনকিলাব হে দুনিয়া
ফখর কিউ দিল লাগায়ে ইস সে
চান্দ লামহো কা খোয়াব হে দুনিয়া
নেহী আচ্ছি খারাব হে দুনিয়া

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অন্তর থেকে দুনিয়ার ভালোবাসা দূর করার উপায়

দুনিয়ার কাজে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও আখেরাতের জন্য চিন্তা করা ও সচেতন থাকা, তোমার অন্তর থেকে দুনিয়ার ভালোবাসা দূর করে দেবে। এবং একেই আসল যুহুদ তথা দুনিয়া বিমুখতা বলে আর এটা সর্বদার জন্য তোমায় আল্লাহ পাকের নিকটবর্তী করে দিবে।

(দুনিয়া সে বে-রগবতী অউর উমিদোঁ কি কমি, ২৯ পৃষ্ঠা)

দুনিয়ার ব্যাপারে সর্বদা নিজের চেয়ে নিচু লোকদের দিকে তাকান, উপরস্থ লোকদের দিকে তাকাবেন না, কারণ শয়তান সর্বদা তার দৃষ্টিকে উপরস্থদের দিকে ফিরিয়ে দেয়। শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত

www.dawateislami.net

دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه একবার বলেছেন: যে ব্যক্তি আল্লাহ পাক ও তাঁর শেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্যে নিয়োজিত থাকে, দুনিয়া তার সেবায় নিয়োজিত থাকে। **(আমীরে আহলে সুন্নাতের ৭৮৬টি উপদেশ, ১৫ পৃষ্ঠা)**

দুনিয়ার ভালোবাসা থেকে মুক্তি পাওয়ার সর্বোত্তম উপায়

ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: তোমাকে দুনিয়াকে ত্যাগ করা এবং সম্পদ বন্টনে উদ্বুদ্ধকারী উপায় হলো: দুনিয়ার বিপদ-আপদ ও এর দোষ-ত্রুটি স্মরণ করা, এই বিষয়টি মনে রাখা যে, দুনিয়ার উপকারিতা খুবই সামান্য এবং শীঘ্রই শেষ হবে আর দুনিয়ার সকল প্রত্যাশী নিকৃষ্ট, তারপর এই বিষয়টি মনে রাখা যে, আমার উপর আল্লাহ পাকের অনেক নেয়ামত রয়েছে, অথচ আমি তাঁর পথে এতটা ব্যয় করি না যতটা আমাকে দান করা হয়েছে। যখন তুমি এই বিষয়গুলো ভালোভাবে চিন্তা করবে, তখন তোমার নিকট দুনিয়া ত্যাগ ও সম্পদ বন্টনের বিষয়টি সহজ হয়ে যাবে। এটাও মনে রেখো যে, দুনিয়া আল্লাহ পাকের শত্রু আর তুমি আল্লাহ পাককে ভালোবাসো আর যে কাউকে বন্ধু বানায় ও ভালোবাসে, সে তার শত্রুকে শত্রু বানায়। দুনিয়া আসলে ময়লা আবর্জনা এবং মৃত, তুমি কি দেখোনি যে, এর সুস্বাদু খাবার কিছুক্ষণ পরই নষ্ট ও দুর্গন্ধ হয়ে যায়। ব্যস দুনিয়া সুগন্ধে আবৃত মৃতদেহ, যার বাহ্যিক দেখে উদাসীন লোকেরা প্রতারিত হয়েছে এবং জ্ঞানী লোকেরা তা পরিহার করেছে।

(মিনহাজুল আবেদীন, ৩০ পৃষ্ঠা)

মহান তাবেয়ী বুযুর্গ, হযরত রাবী বিন খুসাইম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: নিজের অন্তর থেকে দুনিয়ার ভালোবাসা দূর করে দাও, আখেরাতের ভালোবাসা তাতে প্রবেশ করে নিবে। **(ফায়যুল ক্বাদীর, ৩/৪৮৭, ৩৮৮২নং হাদীসের পাদটীকা)**

www.dawateislami.net

দুনিয়া বিমুখতা এবং দারিদ্র্যের মধ্যে পার্থক্য

দুনিয়া নিজেই মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে একে বলা হয় দারিদ্রতা আর দ্বিতীয় অবস্থাটি হল যে, বান্দা দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে, অর্থাৎ যদি তার কাছে সম্পদ আসে তবে সে ঘৃণ্য হওয়ার কারণে তা অপছন্দ করে, সম্পদের আগমন তাকে কষ্ট দেয়, তাছাড়া এর অনিষ্টতা এবং তাতে ব্যস্ততা থেকে বাঁচার জন্য তা থেকে পালিয়ে বেড়ায়। এ অবস্থার নাম হল 'যুহুদ তথা দুনিয়া বিমুখতা' এবং যার মধ্যে এই গুণটি পাওয়া যায় তাকে বলা হয় 'যাহিদ (দুনিয়া বিমুখ)'। **(ইহয়াউল উলুম, ৪/২৩৪)**

যুহুদের ফযিলত

সাহাবীয়ে রাসূল, হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (দুনিয়ার ব্যাপারে) নিজের চেয়ে নিচু স্তরের লোকদের দিকে তাকাও এবং নিজের চেয়ে উচ্চ স্তরের লোকদের দিকে তাকিও না, এটি তোমাদের জন্য উত্তম উপদেশ, যাতে তোমরা আল্লাহ পাকের নেয়ামত হারিয়ে না বসো।

(মুসলিম, ১২১১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭৪৩০)

সাহাবীয়ে রাসূল, হযরত সালমান ফারসী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: যখন বান্দা দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহী হয়, তখন তার অন্তর প্রজ্ঞায় আলোকিত হয়ে যায় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (শরীরের অংশ) ইবাদতে সহায়ক হয়ে যায়।

(মিনহাজুল আবেদীন, ২৯ পৃষ্ঠা)

যুহুদের তিনটি স্তর

হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: যুহুদের তিনটি স্তর রয়েছে: একটি যুহুদ হল ফরয এবং তা হল আল্লাহ পাকের হারামকৃত

www.dawateislami.net

জিনিস থেকে বিরত থাকা। দ্বিতীয় যুহুদ হল নিরাপত্তার জন্য আর তা হল সন্দেহকৃত জিনিস ত্যাগ করা। তৃতীয় যুহুদ হল ফযিলত অর্জন করার জন্য এবং তা আল্লাহ পাকের হালালকৃত জিনিসও ত্যাগ করার মাঝে নিহিত আর এই যুহুদ খুবই উচ্চ স্তরের। **(মুকাশাফাতুল কুলুব, ২৪২ পৃষ্ঠা)**

যুহুদের নিদর্শন

(১) যা আছে তার উপর খুশি হয়ো না এবং যা নেই তা নিয়ে দুঃখ করো না। (২) তার নিকট মন্দ বলা ব্যক্তি এবং প্রশংসাকারী উভয়ই সমান। প্রথম নিদর্শন হল সম্পদে যুহুদের নিদর্শন এবং দ্বিতীয়টি সম্মান যুহুদের নিদর্শন। (৩) আল্লাহ পাকের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া এবং তার অন্তরে আল্লাহর আনুগত্যের মিষ্টতা প্রাধান্য লাভ করা। **(ইহয়াউল উলুম, ৪/২৯৮)**

যুহুদের প্রকারভেদ

যুহুদ (অর্থাৎ দুনিয়া বিমুখতা) এর কারণে ইবাদত বেশি ও উচ্চতরের হয়ে যায়, তাই ইবাদত প্রত্যাশীদের জন্য আবশ্যক যে, সে দুনিয়ার প্রতি বিমুখ হয়ে যায় এবং তা থেকে দূরে থাকে। যুহুদ দুই প্রকার:

(১)...ঐচ্ছিক এবং

(২)...অনৈচ্ছিক ।

ঐচ্ছিক যুহুদ হলো, যা নেই তা প্রত্যাশা না করা, যা আছে তা বন্টন করে দেয়া এবং দুনিয়া ও এর সরঞ্জামের ইচ্ছা ত্যাগ করা। যে ব্যক্তির মধ্যে এই তিনটি গুণ আছে, সে হল যাহিদ অর্থাৎ দুনিয়া বিমুখ, তৃতীয় অংশ অর্থাৎ দুনিয়া প্রত্যাশাও অন্তর থেকে বের করে দেয়া অত্যন্ত কঠিন, কারণ এমন অনেকে আছে যারা বাহ্যিকভাবে তো দুনিয়া ত্যাগকারী, কিন্তু তাদের অন্তরে দুনিয়ার ভালোবাসা ঘুরতে থাকে, এই

www.dawateislami.net

ধরনের লোক এই দ্বন্দ্বে ভুগতে থাকে, অথচ যুহুদের আসল শান এই তৃতীয় অংশ থেকেই সৃষ্টি হয়।

অনৈচ্ছিক যুহুদ হল যে, দুনিয়াবী জিনিসের আকাঙ্ক্ষা ও চিন্তা থেকে হৃদয় অনাসক্ত হয়ে যাওয়া। যখন একজন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় যুহুদ অবলম্বন করে, এভাবে যে, যা কাছে নেই তা প্রত্যাশা করে না, যা আছে তা দূর করে দেয় এবং অন্তর থেকে দুনিয়ার আকাঙ্ক্ষা বের করে দেয়, তখন তার অন্তর দুনিয়া থেকে অনাসক্ত হয়ে যায়, দুনিয়া তার নিকট ঘৃন্য হয়ে যাবে এবং তার দুনিয়ার চিন্তা আসবে না আর এটি হল অনৈচ্ছিক যুহুদ। **(মিনহাজুল আবেদীন, ২৯ পৃষ্ঠা)**

যুহুদের স্তরসমূহ

(১) মানুষ জোরপূর্বক দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহী হয়ে পড়ে এবং নিজের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তা ত্যাগ করার চেষ্টা করে, তাহলে এরূপ ব্যক্তি দুনিয়া বিমুখ এবং হয়তো সে সর্বদা অবলম্বন করার মাধ্যমে যুহুদ পেয়ে যাবে।

(২) সে নিজের খুশিতে দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহী হয় অর্থাৎ সে যেই জিনিসের লালসা করছে তার তুলনায় দুনিয়াকে নিকৃষ্ট মনে করে, যেমন কোন ব্যক্তি দুই দিরহামের জন্য এক দিরহাম ত্যাগ করে আর এই বিষয়টি তার জন্য কষ্টকর হয় না কিন্তু সে তার মনযোগ দুনিয়া এবং নিজের নফসের দিকেও থাকে (অর্থাৎ সে খেয়াল করে যে, সে খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ত্যাগ করেছে) আর এটাও যুহুদ, কিন্তু এতে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।

(৩) তৃতীয় স্তরটি হল সর্বোচ্চ আর তা হল, বান্দার স্বেচ্ছায় যুহুদ অবলম্বন করা এবং নিজের যুহুদে অতিরঞ্জিত করা এবং এটা মনে না করা যে,

www.dawateislami.net

সে কোন কিছু রেখে গেছে, কারণ সে জানে যে, দুনিয়া কিছুই নয়, আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার কোন গুরুত্ব নেই। সর্বোত্তম স্তরটি হল যে, তুমি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য তিনি ব্যতীত সমস্ত কিছুর প্রতি অনাসক্ত হয়ে যাও, আর এই বস্তুটি আল্লাহ পাকের (দীদারের) স্বাদ এবং তিনি ব্যতীত সমস্ত কিছুর প্রতি অনাসক্তি অবলম্বন করার পরিচয়ের মাধ্যমে অর্জিত হয়, তাই তোমার উচিত যে, নিজের প্রয়োজন অনুসারে খাদ্য, পোশাক, বিবাহ এবং বাসস্থান গ্রহণ করা, যা দ্বারা তোমার দেহ সচল থাকবে এবং তুমি নিজের প্রতিরক্ষা করতে পারবে, এটাই হল আসল যুহুদ।

(লুবাবুল ইয়াহয়া, ৩৩৩ পৃষ্ঠা) (ইহয়াউল উলুমুদ্দীন, ২৯৬ পৃষ্ঠা)

যুহুদ অর্জনের উপায়

যুহুদ দ্বারা উদ্দেশ্য হল যে, অহেতুক, অতিরিক্ত এবং অপ্রয়োজনীয় জিনিস পরিহার করা, মোটকথা হল শুধুমাত্র এতটুকু শক্তি ও সামর্থ বিদ্যমান থাকা যাতে ইবাদত ও আল্লাহ পাকের আনুগত্য করতে পারো। শুধুমাত্র পানাহার ও স্বাদ অর্জন করা উদ্দেশ্য না হয় আর আল্লাহ পাকের এর উপরও ক্ষমতা রয়েছে যে, তুমি কোনও আপাত কারণ ছাড়াই যেমনটি এই মূল উপাদানগুলি ছাড়াই ফেরেশতারা বেঁচে আছে, আল্লাহ পাকের এর উপর ক্ষমতা রয়েছে যে, তোমাকে তোমার নিকট বিদ্যমান জিনিসের মাধ্যমে জীবিত রাখবেন বা এমন বস্তু প্রদান করে দিবেন, যা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না, এই কারণে যদি তুমি তাকওয়ায় অবিচল থাকো, তবে তোমার অবশিষ্ট জীবনের জন্য দুনিয়া প্রত্যাশা ইত্যাদির প্রয়োজন নেই এবং যদি যুহুদের এই স্তর তোমার অর্জিত না হয় তবে আখেরাতের পাথেয় ও তাকওয়ার নিয়্যতে সন্ধান করো। কামভাব ও

www.dawateislami.net

স্বাদের উদ্দেশ্যে সন্ধান করো না কেননা যখন তোমার নিয়্যত ভালো হবে তবে তা আখেরাতের প্রত্যাশাতেই গন্য হবে এবং এভাবে তোমার যুহুদে কোন পার্থক্য থাকবে না। **(মিনহাজুল আবেদীন, ৩২ পৃষ্ঠা)**

(১) কখনও তো দোযখের ভয় এবং আযাবের আশংখা যুহুদের কারণ হয়ে যায় এবং এই যুহুদকে ভীতদের যুহুদ বলা হয়। (২) কখনও আখেরাতের নেয়ামতের স্বাদ যুহুদের কারণ হয়ে যায় এবং একে আশান্বিতদের যুহুদ বলা হয়। (৩) এটি সবচেয়ে উচ্চ পর্যায়ের, আল্লাহ ব্যতীত সবার প্রতি অমনযোগীতা এবং নফসের আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুকে তুচ্ছ মনে করে ছেড়ে দেয়া যুহুদের কারণ, একে প্রকৃত যুহুদ বলে। **(খুতবাতে ইমাম গাযালী, ১৯১ পৃষ্ঠা)**

যুহুদের চেয়ে উত্তম অবস্থা

যুহুদের চেয়েও উত্তম অবস্থা এই যে, বান্দার নিকট ধনসম্পদ থাকা আর না থাকা সমান হওয়া। সম্পদ পেলে না খুশি হয় আর না কষ্ট অনুভব হয়, এবং না পেলেও একই অবস্থা হয়, বরং তার অবস্থা এমন হয়ে যায় যেমন উম্মুল মুমিনীন হযরত বিবি আয়েশা সিদ্দীকা তাইয়্যিবা তাহিরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর ছিলো যে, কেউ তাঁর খেদমতে এক লক্ষ্য দিরহাম উপহার পাঠালেন, তখন তিনি তা গ্রহণ করে নিলেন এবং সেই দিনই বন্টন করে দিলেন। খাদেমা আরয করল: আপনি আজকে যে সম্পদ বিতরণ করেছেন যদি তা থেকে এক দিরহামের মাংস কিনে নিতেন তবে আমরা তা দিয়ে রোযার ইফতার করতে পারতাম। তিনি বললেন: যদি তুমি মনে করিয়ে দিতে তবে আমি তাই করতাম। **(ইহয়াউল উলুম, ৪/২৩৫)**

যে ব্যক্তির অবস্থা এমন হয়, যদি সমস্ত পৃথিবীও তার আয়ত্বে থাকে, তবে তার কোন ক্ষতি হতে পারে না, কারণ সে সম্পদকে নিজের

www.dawateislami.net

আয়ত্বে নয়, বরং আল্লাহ পাকের ধনভাণ্ডারে মনে করে এবং তাঁর নিকট এই বিষয়ে কোন পার্থক্য নেই যে, ধন-সম্পদ তাঁর আয়ত্বে বা অন্য কারো, এমন অবস্থাকে 'মুস্তাগনি' নাম রাখা উচিত, কারণ তার সম্পদ থাকুক বা না থাকুক এতে কোন পরোয়া নেই। **(ইহয়াউল উলুম, ৪/২৩৫)**

যুহ্দের পূর্ণ স্তর

ধন-সম্পদের ব্যাপারে যুহ্দের পূর্ণ স্তর হল, বান্দার নিকট সম্পদ ও পানি সমান, স্পষ্টতই যে, অধিক পানি বান্দার নিকট হওয়া তাকে ক্ষতি করে না যেমন; সমুদ্রতীরে বসবাসকারী ব্যক্তি এবং পানির অভাব তার ক্ষতি করেনা যখন প্রয়োজন অনুযায়ী পানি পাওয়া যায়। পানি এমন একটি জিনিস যা মানুষের প্রয়োজন হয়, মানুষের মন প্রচুর পানিকে ঘৃণা করে না এবং পরিত্রাণের পথও বেঁচে নেয় না, বরং সে বলে যে, আমি তা আমার প্রয়োজন অনুসারে পান করব, আল্লাহ পাকের বান্দাদের পান করাবো এবং এতে কৃপণতা করবো না। মানুষের নিকট সম্পদের অবস্থাও এমন হওয়া উচিত যাতে তা থাকা, না থাকার মধ্যে কোন পার্থক্যই থাকে না। বান্দা যখন আল্লাহ পাকের মারিফাত লাভ করে নেয় এবং তাওয়াক্কুলের দৌলত নসিব হয়ে যায় তখন তার এই বিষয়ে পূর্ণ বিশ্বাস হয়ে যায় যে, সে যতক্ষণ জীবিত রয়েছে, তার প্রয়োজন অনুযায়ী রিযিক অর্জিত হতে থাকবে, যেমন পানি পায়। **(ইহয়াউল উলূম, ৪/২৩৭)**

না মুঝ কো আযমা দুনিয়া কা মাল ও যর আতা কর কে
আতা কর আপনা গম অউর চশমে গিরইয়াঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৪০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net